করোনাভাইরাসের পাশাপাশি আমাদের "পুরুষতন্ত্রের ভাইরাস"ও নির্মূল করা দরকার

২০১৯-এর ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহানে প্রথম নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড ১৯)-এর সংক্রমণ শনাক্ত হবার পর থেকে সারা বিশ্বের মানুষ চরম এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তথা মহামারির মোকাবেলা করে আসছে। বাংলাদেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া রোগী প্রথম শনাক্ত হয় বেশ দেরিতে, ৮ মার্চ ২০২০-এ। পাশাপাশি আক্রান্ত হওয়া ও তজ্জনিত মৃত্যুর ঘটনা বাংলাদেশে অন্য অনেক দেশের তুলনায় কম হলেও চলমান পরিস্থিতিকে আমাদেরও যথেষ্টই মূল্য দিতে হয়েছে ও হচ্ছে; আর তা শুধু মানবিক ক্ষেত্রে নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনোজাগতিকসহ সকল ক্ষেত্রেই।

আশ্চর্যজনকভাবে, মানব সভ্যতার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেওয়া করোনা মহামারিজনিত নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যেও সারা বিশ্বেই নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি ধর্ষণসহ বিভিন্ন সহিংসতা বেড়ে গেছে। পরিস্থিতি এমনই উদ্বেগজনক যে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একে ছায়া মহামারি (shadow pandemic) আখ্যা দিয়ে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা সহিংসতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ খুঁজে বের করারও চেষ্টা করেছেন; যেমন, উপার্জনের সুযোগ হারানোর হতাশা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা, মৃত্যু আতঙ্কজনিত মানসিক চাপ, লকডাউনে টানা গৃহবন্দি থাকা, ইত্যাদি।

কিছু নারী বাড়ির বাইরের উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হলেও আমাদের দেশের সিংহভাগ নারীকেই সারা জীবন লকডাউনে থেকে মজুরিহীন গার্হস্থ্য কাজ সামলাতে হয়। করোনাকালে তাদের কাজের ভার প্রায় নিপীড়নের পর্যায়ে চলে গেছে; লকডাউনে অল্পেই হাঁপিয়ে ওঠা পুরুষকুল যদিও এতদিন এই বলে উপহাস করে এসেছে যে, 'নারীদের কোনো কাজ নেই, তারা ঘরে শুয়েবসে থাকে'। তা ছাড়া, স্বামী-সন্তান-সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নারীদের উদ্বেগ সবসময়ই বেশি থাকে, আছে নিজের ও পরিবার সদস্যদের সংক্রমিত হবার আশংকাও। কই, তারা তো এজন্য কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নি!

সুতরাং, করোনাকালে নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ আসলে হতাশা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা, চাপ, ইত্যাদি নয়; এগুলো পার্শ্ব কারণ মাত্র। আসল বা মূল কারণ হলো পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতা, করোনা এসে যাকে আরো জোরদার করেছে। এ ছাড়াও, এই মানসিকতাকে উসকে দিয়েছে নারীবিরোধী বিভিন্ন ওয়াজ, যেখানে নারীকে দেখানো হয় মূলত ভোগ্যপণ্যরূপে।

ইতোমধ্যেই করোনা প্রতিরোধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একাধিক ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও এর প্রয়োগও শুরু হয়েছে, যদিও ভ্যাকসিন নিয়ে বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বিশ্ব এক 'বিপর্যয়কর নৈতিক ব্যর্থতা'র মুখে দাঁড়িয়েছে বলে সম্প্রতি সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এ সত্ত্বেও, পৃথিবীবাসী করোনাভাইরাসকৃত মহামারি থেকে হয়ত একদিন মুক্তি পাবে, কিন্তু ঘরে বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পুরুষতন্ত্রের ভাইরাস নবউদ্যমে সংক্রমণ ঘটিয়ে যেতে থাকবে, যদি না এর প্রতিকার ও প্রতিরোধে আমরা কার্যকর কোনো উপায়ের দিকে যেতে পারি। কাজেই করোনাকালীন এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এক্ষেত্রে আমাদের পর্যাপ্ত মেধা, অর্থ, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।